শিশু অনলাইনে কী করতে পারবে, কী করতে পারবে না সে সম্পর্কিত ধারণা

Digital Literacy Center

কিরে ভাইয়া পড়ছিস?

হ্যাঁ কাল আমার আইসিটি এক্সাম।

আমাদের সময় এই সাবজেক্টগুলো ছিলো না, থাকলে ভালো হতো

অনেক কিছু জানা যায় আমার ফেভারিট।

তাহলে তুই আমাকে বলতো বল্টুকে এখনই ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেয়া ঠিক হবে কি না?

অবশ্যই!

সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত।

তোর ভাবী ও তাই বলছিলো কিন্তু ইন্টারনেটে ও করবে কী?

ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিশুরা তাদের আগ্রহের বিষয়ে অনেক কিছু খুঁজে বের করতে পারে।

শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট ব্যবহার করে তাদের স্কুলের অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে পারে এবং তাতে অনেকরকম তথ্য যোগ করতে পারে।

ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিশুরা তাদের আগ্রহের বিষয়ে অনেক কিছু খুঁজে বের করতে পারে।

আবার একাডেমিক পড়াশোনার বাইরেও গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত, ছবি আঁকা, প্রোগ্রামিং, গ্রাফিক ডিজাইন এর মত বিভিন্ন বিষয়ে অনলাইনে বিভিন্ন টিউটোরিয়াল দেখে, কোর্স, ওয়ার্কশপে অংশ নিয়ে শিশুরা শিখতে পারে।

দারুণ!
এমন কিছুই
তো চাচ্ছিলাম।

শোনো ভাইয়া অনলাইনে ক্লাস করার পাশাপাশি প্র্যাকটিকাল পরীক্ষা এমনকি অনলাইন মাধ্যম ব্যবহার করে স্কুলের সব পরীক্ষাই দেয়া সম্ভব।

এছাড়া ভার্চুয়াল জগতে তারা বিভিন্ন খেলার সাথে পরিচিত হয় অন্য খেলোয়াড়দের সাথে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারে।

এবং শিশুরা অনলাইনের মাধ্যমে বিভিন্ন বিনোদনমূলক ভিডিও দেখতে পারে, ভিডিও গেম খেলতে পারে।

খুব ভালো।
সবই তো সম্ভব

তা সম্ভব, কিন্তু শিশুদের ইন্টারনেট ব্যবহার করতে দেওয়ার ভাল দিকের পাশাপাশি কিছু খারাপ দিকও আছে তাই অভিভাবকদের উচিত বাচ্চাদের ইন্টারনেট ব্যবহার করার ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিষয় থেকে নিরাপদে রাখা।

সেই ঝুঁকিপূর্ণ
বিষয়গুলো
কী কী?

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শিশুরা অপরিচিত লোকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে।

এই যোগাযোগের ব্যাপারে শিশুদের সতর্ক করে দিতে হবে বা এ ধরনের যোগাযোগ যথাসম্ভব বন্ধ রাখতে হবে।

তারপর শিশুরা যাতে অনলাইনে কোনো ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার না করে সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।

ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করা সব বয়সী মানুষের জন্যই ঝুঁকিপূর্ণ।

তবে শিশুরা অনেক ব্যাপারে অনভিজ্ঞ থাকায় তাদের জন্য এই ঝুঁকির পরিমাণ আরও বেশি।

আচ্ছা তারপর?

তারপর হলো

শিশুরা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন: Facebook, Twitter, Instagram এ অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে চাইতে পারে।

শিশুর মানসিক বিকাশের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাকে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে দেয়া উচিত হবে না।

কিছু অ্যাপ ও সাইট আছে যেগুলো আমাদের সাইবার নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকর।

আবার কিছু অ্যাপ এবং সাইটের কন্টেন্টের ক্ষেত্রে বয়সের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া থাকে।

কিছু কন্টেন্ট এবং সাইট শুধুই প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।

এসব জায়গা থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে।

বুঝেছো ? তাহলে আর কোনো চিন্তা নেই।

হ্যাঁ বুঝেছি তোকে অনেক ধন্যবাদ।